যুগান্তর

তারিখ ... 17 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

যুগান্তর

হল উদ্ধারের দাবিতে রোববার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

১২ হল উদ্ধারে গণআন্দোলন
প্রকম্পিত জবি ক্যাম্পাস

২৩ হাজার শিক্ষার্থীর একটি হলও নেই

জবি প্রতিনিধি

বৈরী আবহাওয়া কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি হল উদ্ধারের আন্দোলনে। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বাতাসকে উপেক্ষা করেই রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হল উদ্ধারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, সড়ক অবরোধ ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আন্দোলন বর্তমানে গণআন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল ১২ হল উদ্ধারের দাবিতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে রোববার সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করেন শিক্ষার্থীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারের পাদদেশে মিলিত হয়। সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে হলের দাবিতে পুরো ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হতে থাকে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আন্দোলনকারী ছাত্ররা মিছিল নিয়ে রায়সাহেব বাজারের মোড়ে গিয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। সেখানে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় নীল দলের সভাপতি অধ্যাপক ড. সেলিম বলেন, 'শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত। তাই এতে শিক্ষকদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।' দুপুর ১২টায় আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশে মিলিত হন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি এফএম শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এসএম সিরাজুল ইসলাম, সাদা দলের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন, বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি কাজী মোবারক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম সুজাউল ইসলাম ও কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি রেজাউল করিম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তরা বলেন, পুরান ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রায় ২৩ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি হলও নেই। ফলে শিক্ষার্থীদের অমানবিক জীবনযাপন করতে হচ্ছে। অপরদিকে ভূমিদস্যুরা যুগের পর যুগ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করে রেখেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আসার পথে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান।